"সত্যের সন্ধানে অবিচল"

নোয়াখালী খবর এক্সপ্রেস

NOAKHALI KHABAR EXPRESS

Noakhali Khabar Express

নোয়াখালী

অনলাইন ই-পেপার | NOV | শুক্রবার, ২৭ নভেম্বর ২০২৬ | বর্ষ:-০১,সংখ্যা :২৫ | noakhalikhabarexpress.com



রপ্তানিমুখী প্রাণিসম্পদে গড়বে দেশ
শুরু জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ-২০২৬
প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করলেন তিন দিনব্যাপী আয়োজন, ২৩ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান পেলেন জাতীয় প্রাণিসম্পদ পদক
নিজস্ব প্রতিবেদক
দেশের প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়ন, খামারিদের উৎসাহিত করা এবং প্রাণিজ পণ্য রপ্তানির সম্ভাবনা বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে শুরু হয়েছে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ-২০২৬। বৃহস্পতিবার (২৬ নভেম্বর) রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের পুরাতন বাণিজ্য মেলার মাঠে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচির উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।
'রপ্তানিমুখী প্রাণিসম্পদে গড়বো দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ'—এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর যৌথভাবে এ আয়োজন করেছে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ আটটি ক্যাটাগরিতে ২৩ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় প্রাণিসম্পদ পদক-২০২৬ প্রদান করা হয়। প্রধানমন্ত্রী পদকপ্রাপ্তদের হাতে স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক তুলে দেন।
তিন দিনব্যাপী মেলা ও প্রদর্শনী
জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ উপলক্ষে রাজধানীতে তিন দিনব্যাপী প্রাণিসম্পদ মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। মেলায় সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, গবেষণা সংস্থা, খামারি, উদ্যোক্তা ও প্রাণিসম্পদভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অংশ নিচ্ছে।
মেলায় ৬৪টি স্টল ও ছয়টি প্যাভিলিয়ন রয়েছে। এসব স্টলে দুগ্ধ ও পোলট্রি শিল্প, পশুর স্বাস্থ্যসেবা, ভেটেরিনারি প্রযুক্তি, পশুখাদ্য, পুষ্টি, আধুনিক খামার ব্যবস্থাপনা এবং প্রাণিসম্পদজাত পণ্যের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হচ্ছে।
মেলা ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে খামারি ও উদ্যোক্তারা আধুনিক প্রযুক্তি, উন্নত জাতের পশু-পাখি পালন, রোগ প্রতিরোধ এবং উৎপাদন বৃদ্ধির বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে জানার সুযোগ পাচ্ছেন।
অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান
বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদ খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদনের পাশাপাশি এ খাত গ্রামীণ কর্মসংস্থান, উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং নারীদের অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ বাড়াতে সহায়তা করছে।
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে দেশে ১৫৭ দশমিক ৫৩ লাখ টন দুধ, ৯০ দশমিক ৭০ লাখ টন মাংস এবং প্রায় ২ হাজার ৫০৯ কোটি ডিম উৎপাদিত হয়েছে।
একই অর্থবছরে স্থির মূল্যে দেশের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ছিল ১ দশমিক ৮১ শতাংশ। খাতটির প্রবৃদ্ধি ছিল ৩ দশমিক ৩০ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপিতে এর অংশ ছিল ১৬ দশমিক ৫৬ শতাংশ।
খামারিদের জন্য সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত
প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, উন্নত পশুজাত, মানসম্মত পশুখাদ্য, রোগ প্রতিরোধ এবং সহজলভ্য চিকিৎসাসেবা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।
দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের পাশাপাশি প্রাণিসম্পদজাত পণ্য বিদেশে রপ্তানির সুযোগ তৈরি করতে হলে উৎপাদনের মান, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ করা প্রয়োজন।
জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ উপলক্ষে জেলা ও উপজেলা পর্যায়েও বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। আগামী ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে এ আয়োজন।
প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়ন, খামারিদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং দেশের অর্থনীতিতে এ খাতের অবদান আরও সম্প্রসারণের লক্ষ্যেই এবারের জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ আয়োজন করা হয়েছে।



নোয়াখালীতে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহের উদ্বোধন
খামারিদের উন্নয়ন ও প্রাণিসম্পদ পণ্য রপ্তানিতে গুরুত্ব
নোয়াখালী প্রতিনিধি
'রপ্তানিমুখী প্রাণিসম্পদে গড়বো দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ'—এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে নোয়াখালীতে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ-২০২৬-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৬ নভেম্বর) জেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগের উদ্যোগে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নোয়াখালীর জেলা প্রশাসক মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম।
বিশেষ অতিথি ছিলেন নোয়াখালীর পুলিশ সুপার এন এম নাসিরুদ্দিন।
র‍্যালি ও প্রদর্শনী পরিদর্শন
জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত কর্মসূচির শুরুতে অতিথিরা বর্ণাঢ্য র‍্যালিতে অংশ নেন। পরে তাঁরা প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়ন, উৎপাদন এবং সম্ভাবনাসম্পন্নি বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন।
স্টলগুলোতে প্রাণিসম্পদ খাতের বিভিন্ন কার্যক্রম ও উৎপাদিত পণ্য তুলে ধরা হয়। এ সময় সংশ্লিষ্টরা খামারিদের উৎপাদন বৃদ্ধি, পশু-পাখির স্বাস্থ্যসেবা এবং প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।
অর্থনীতি ও পুষ্টি নিরাপত্তায় প্রাণিসম্পদ
আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, দেশের পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে প্রাণিসম্পদ খাতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।
দুধ, মাংস ও ডিম মানুষের দৈনন্দিন পুষ্টির চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে গবাদিপশু ও পোলট্রি পালন অনেক পরিবারের আয়ের অন্যতম উৎস।
বক্তারা আরও বলেন, আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে খামার পরিচালনা, রোগ প্রতিরোধ এবং মানসম্মত চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা গেলে প্রাণিসম্পদ খাতে উৎপাদন আরও বাড়ানো সম্ভব।
খামারিদের পাশে থাকার আশ্বাস
প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নে খামারিদের উৎসাহিত করা এবং তাঁদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয় অনুষ্ঠানে।
সংশ্লিষ্টরা আশা প্রকাশ করেন, প্রাণিসম্পদ খাতের ধারাবাহিক উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের পাশাপাশি ভবিষ্যতে প্রাণিসম্পদজাত পণ্য রপ্তানির সুযোগ আরও সম্প্রসারিত হবে।
জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ উপলক্ষে নোয়াখালীতে খামারি ও সংশ্লিষ্টদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে।



কোম্পানীগঞ্জে মসজিদ থেকে ডেকে ইমামকে মারধর, গুরুতর আহত
মুখোশ ও হেলমেট পরা ১০-১৫ জনের হামলার অভিযোগ
কোম্পানীগঞ্জ প্রতিনিধি
নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় মসজিদ থেকে ডেকে নিয়ে এক ইমামকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। মুখোশ ও হেলমেট পরিহিত একদল দুর্বৃত্তের হামলায় গুরুতর আহত ওই ইমাম বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
বুধবার (২৫ নভেম্বর) রাত পৌনে ৮টার দিকে উপজেলার চরকাঁকড়া ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বিজয়নগর গ্রামের আশক মিয়াজী জামে মসজিদের পাশে এ ঘটনা ঘটে।
আহত ইমামের নাম আমিরুল ইসলাম ওরফে রিয়াদ (৩২)। তিনি আশক মিয়াজী জামে মসজিদের ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর বাড়ি পাশের কবিরহাট উপজেলার চরগুল্যাহখালী গ্রামে। তিনি মৃত আবুল খায়েরের ছেলে।
মাসআলা জানার কথা বলে ডেকে নেওয়া
মসজিদ সমাজের সভাপতি মো. মিজানুর রহমানের বরাত দিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, রিয়াদ প্রায় আট মাস ধরে ওই মসজিদে ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
বুধবার রাতে এশার নামাজ পড়ানোর পর তিনি মসজিদের বারান্দায় অবস্থান করছিলেন। এ সময় দুই যুবক মাসআলা জানার কথা বলে তাঁকে মসজিদের বাইরে ডেকে নিয়ে যান।
পরে মসজিদের দক্ষিণ পাশে নির্জন স্থানে পৌঁছালে আগে থেকে সেখানে অবস্থান করা ১০ থেকে ১৫ জন ব্যক্তি তাঁর ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ করা হয়েছে।
মাথা ও পায়ে আঘাত
অভিযোগ অনুযায়ী, হামলাকারীরা লাঠিসোঁটা দিয়ে ইমামকে মারধর করে। এতে তাঁর কপাল, মাথা ও পায়ে গুরুতর আঘাত লাগে। একপর্যায়ে তাঁকে আহত অবস্থায় সড়কের পাশে ফেলে রেখে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়।
হামলাকারীদের সবার মাথায় হেলমেট ও মুখে মাস্ক ছিল বলে জানিয়েছেন মসজিদ সমাজের সভাপতি।
আহত ইমামকে পরে হাসপাতালে নেওয়া হয়। বর্তমানে তিনি কোম্পানীগঞ্জ হেলথ কেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
হামলার কারণ জানা যায়নি
এ হামলার পেছনে কী কারণ রয়েছে, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। হামলাকারীদের শনাক্ত করে দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।
কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাবীবুর রহমান জানান, এ বিষয়ে পুলিশকে কেউ অবহিত করেননি। লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং হামলাকারীদের শনাক্তের মাধ্যমে প্রকৃত কারণ উদঘাটনের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।



কবিরহাটে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহের উদ্বোধন
র‍্যালি ও আলোচনা সভায় খামারিদের উন্নয়নে গুরুত্বারোপ
কবিরহাট প্রতিনিধি
নোয়াখালীর কবিরহাট উপজেলায় বর্ণাঢ্য র‍্যালি, উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ-২০২৬ শুরু হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৬ নভেম্বর) সকাল ১১টায় উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালের উদ্যোগে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানের শুরুতে উপজেলা চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি উপজেলার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা পরিষদ চত্বরে গিয়ে আলোচনা সভায় মিলিত হয়।
আলোচনা সভায় কর্মকর্তারা
কবিরহাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) গোলাম রব্বানী সোহেলের সভাপতিত্বে সভায় স্বাগত বক্তব্য দেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. সাহজালাল মোহাম্মদ ইউনুছ।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) নেলী রুদ্র, উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কামরুল হুদা চৌধুরী লিটন এবং পৌর বিএনপির আহ্বায়ক মোস্তাফিজুর রহমান মঞ্জু।
এ ছাড়া উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, প্রাণিসম্পদ দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত খামারিরা উপস্থিত ছিলেন।
প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণে প্রাণিসম্পদ
আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, একটি সুস্থ ও মেধাবী জাতি গঠনে প্রাণিজ আমিষের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দুধ, মাংস ও ডিমের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের পাশাপাশি প্রাণিসম্পদ খাত গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখছে।
কবিরহাটের খামারিদের নিরলস পরিশ্রমের প্রশংসা করে বক্তারা বলেন, আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে খামার পরিচালনা এবং রোগবালাই নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব।
উৎপাদিত প্রাণিসম্পদ ও সংশ্লিষ্ট পণ্যের মান উন্নত করা গেলে আন্তর্জাতিক বাজারেও রপ্তানির সুযোগ তৈরি হতে পারে।
খামারিদের সহায়তার আশ্বাস
সভাপতির বক্তব্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা গোলাম রব্বানী সোহেল খামারিদের পাশে থেকে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও কারিগরি সহায়তা দেওয়ার আশ্বাস দেন।
এ সময় বক্তারা মানসম্মত টিকা ও চিকিৎসাসেবা সহজলভ্য করা এবং প্রান্তিক খামারিদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ উপলক্ষে কবিরহাটে আয়োজিত এ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়ন ও খামারিদের সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়টি গুরুত্ব পায়।



কবিরহাটে পুকুরের সিঁড়ির নিচে আটকে স্কুলছাত্রের মৃত্যু
বন্ধুদের সঙ্গে গোসলে নেমে নিখোঁজ, রাতে উদ্ধার মরদেহ
কবিরহাট প্রতিনিধি
নোয়াখালীর কবিরহাট উপজেলায় বন্ধুদের সঙ্গে পুকুরে গোসল করতে নেমে মিনহাজ আহম্মেদ সীমান্ত (১১) নামে এক স্কুলছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। পুকুরের সিঁড়ির নিচে আটকে যাওয়ার পর তার মৃত্যু হয় বলে জানা গেছে।
মঙ্গলবার (২৪ নভেম্বর) বিকেলে উপজেলার নরোত্তমপুর ইউনিয়নের ছনখোলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পরে রাত পৌনে ৮টার দিকে পুকুরের সিঁড়ির নিচ থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করেন ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা।
নিহত সীমান্ত নরোত্তমপুর ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের নরোত্তমপুর গ্রামের কালানিয়ার পোল এলাকার মৃত জহিরুল ইসলাম জুয়েলের ছেলে। সে স্থানীয় নরোত্তমপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।
ফুটবল খেলার পর পুকুরে গোসল
স্থানীয় সূত্রের বরাতে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, মঙ্গলবার বিকেলে বিদ্যালয়ের মাঠে দুই বন্ধুর সঙ্গে ফুটবল খেলে সীমান্ত পাশের একটি পুকুরে গোসল করতে নামে।
তিন বন্ধু পুকুরের সিঁড়ির এক পাশ দিয়ে পানিতে নেমে অন্য পাশ দিয়ে বের হওয়ার চেষ্টা করছিল। একপর্যায়ে সীমান্ত সিঁড়ির নিচে আটকে যায়।
দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেও তাকে পানির ওপরে ভেসে উঠতে না দেখে দুই বন্ধু স্থানীয়দের খবর দেয়।
উদ্ধার অভিযান
খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা পুকুরে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করেন।
একপর্যায়ে পুকুরের সিঁড়ির নিচ থেকে সীমান্তের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
কবিরহাট ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার মো. নুরুল কবির সরকার জানান, খবর পেয়ে তাঁরা ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার অভিযান চালান। রাত ৮টার দিকে পুকুরের সিঁড়ির নিচ থেকে শিশুটির মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
অপমৃত্যুর মামলা
কবিরহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রুবেল বড়ুয়া জানান, পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যু মামলা নেওয়া হয়েছে।
শিশুদের পানিতে নামার ক্ষেত্রে সতর্কতা জরুরি
পুকুর, খাল, নদী কিংবা জলাশয়ে গোসল করতে নামার সময় শিশুদের বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন।



হাতিয়ায় সড়কের কাদাপানিতে ধান রোপণ করে এলাকাবাসীর প্রতিবাদ
বর্ষা শেষ হলেও কমেনি দুর্ভোগ, চলাচলে চরম ভোগান্তি
হাতিয়া প্রতিনিধি
বর্ষা মৌসুম শেষ হলেও নোয়াখালীর দ্বীপ উপজেলা হাতিয়ার হরণী ও চানন্দী ইউনিয়নের মানুষের সড়ক দুর্ভোগ কমেনি। দীর্ঘদিন ধরে কাদা, পানি ও খানাখন্দে বেহাল হয়ে রয়েছে আলী বাজারসংলগ্ন গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ সড়ক। এতে প্রতিদিন চলাচলে ভোগান্তিতে পড়ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
সড়কটির এমন বেহাল অবস্থার প্রতিবাদে এবার অভিনব কর্মসূচি পালন করেছেন এলাকাবাসী। সড়কের জমে থাকা কাদাপানিতে ধানের চারা রোপণ করে নিজেদের দুর্ভোগের চিত্র তুলে ধরেছেন তাঁরা।
বুধবার (২৫ নভেম্বর) বিকেলে উপজেলার হরণী ইউনিয়নের আলী বাজার ও বাজারসংলগ্ন মসজিদের সামনে সড়কে ধানের চারা রোপণ করে এ প্রতিবাদ জানানো হয়।
প্রতিদিনের চলাচলে ভোগান্তি
স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে সড়কটির সংস্কার না হওয়ায় এটি চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। সামান্য বৃষ্টি হলেই সড়কে পানি জমে যায়। বিভিন্ন স্থানে তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত।
এ অবস্থায় পথচারী, ব্যবসায়ী, শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষকে প্রতিদিন দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।
বিশেষ করে অসুস্থ রোগী ও জরুরি প্রয়োজনে চলাচলকারী মানুষের ভোগান্তি আরও বেশি। যানবাহন চলাচল ব্যাহত হওয়ায় স্বাভাবিক যোগাযোগ ব্যবস্থাও বিঘ্নিত হচ্ছে।
দ্রুত সংস্কারের দাবি
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বর্ষা শেষ হওয়ার পরও সড়কের অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় তাঁরা বাধ্য হয়ে প্রতিবাদের পথ বেছে নিয়েছেন।
তাঁদের দাবি, গুরুত্বপূর্ণ এ সংযোগ সড়কটি দ্রুত সংস্কার করে চলাচলের উপযোগী করতে হবে। পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কার্যকর উদ্যোগ প্রয়োজন।
স্থানীয়দের প্রত্যাশা, তাঁদের এ প্রতিবাদের পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সড়কটির

"সত্যের সন্ধানে অবিচল"

Noakhali Khabar Express

নোয়াখালী খবর এক্সপ্রেস

NOAKHALI KHABAR EXPRESS

নোয়াখালী

অনলাইন ই-পেপার | NOV | শুক্রবার , ২৭ নভেম্বর ২০২৬ | দ্বিতীয় পৃষ্ঠা | noakhalikhabarexpress.com



বিনা অভিবাসন ব্যয়ে মালয়েশিয়ায় গেলেন ১১২ বাংলাদেশি কর্মী

সরকারি উদ্যোগে নতুন কর্মসূচির উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক

সরকারি উদ্যোগে সম্পূর্ণ বিনা অভিবাসন ব্যয়ে মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি কর্মী পাঠানোর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। প্রথম ধাপে ১১২ জন কর্মী নিয়ে মালয়েশিয়ার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছে একটি ফ্লাইট। বৃহস্পতিবার (২৬ নভেম্বর) বিকেলে রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে বাংলাদেশি কর্মীদের নতুন করে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হওয়ায় এ উদ্যোগকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

প্রথম ফ্লাইটে যাত্রা করা ১১২ জন কর্মীকে প্রধানমন্ত্রী বিদায় শুভেচ্ছা জানান। এ সময় তিনি তাঁদের বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি সমুন্নত রেখে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান।

নিয়োগকর্তা বহন করছে অভিবাসন ব্যয়

বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেডের (বোয়েসেল) মাধ্যমে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ রাশেদুল হকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ৪ হাজার ০৯ জন আবেদনকারীর মধ্য থেকে প্রকাশ্য ই-লটারি ও নিয়োগকর্তার সরাসরি সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে কর্মীদের নির্বাচন করা হয়েছে।

নির্বাচিত কর্মীরা মালয়েশিয়ার ডিএইচএল সাপ্লাই চেইন প্রতিষ্ঠানে কাজ করবেন। তাঁদের মাসিক মূল বেতন নির্ধারণ করা হয়েছে ১ হাজার ৭০০ মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত। চাকরির চুক্তির মেয়াদ তিন বছর, যা নবায়নযোগ্য।

এ ছাড়া কর্মীদের আবাসন ও চিকিৎসাসুবিধা দেবে নিয়োগকর্তা প্রতিষ্ঠান। অভিবাসনসংক্রান্ত ব্যয়ও নিয়োগকর্তা বহন করবে।

আরও কর্মী পাঠানোর পরিকল্পনা

বোয়েসেলের তথ্য অনুযায়ী, এ কর্মসূচির আওতায় আগামী ডিসেম্বর মাসে আরও ২২৫ জন বাংলাদেশি কর্মীকে মালয়েশিয়ায় পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

ইতোমধ্যে মালয়েশিয়ার চারটি প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ১ হাজার ৪৮ জন কর্মী নিয়োগের চাহিদাপত্র পাওয়া গেছে।

দক্ষ কর্মী তৈরিতে গুরুত্ব

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন, আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী বাংলাদেশি কর্মীদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে।

বিদেশে কাজের ক্ষেত্রে ভাষাগত দক্ষতার গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি জানান, কর্মীদের সংশ্লিষ্ট দেশের ভাষা শেখানোর বিষয়েও সরকার কাজ শুরু করবে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর পাশাপাশি কর্মীদের দক্ষতা, প্রশিক্ষণ, নিরাপত্তা ও ন্যায্য বেতন নিশ্চিত করা জরুরি।

সরকারি ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছ নিয়োগপ্রক্রিয়া এবং অভিবাসন ব্যয় কমানোর উদ্যোগ সফল হলে বিদেশগামী কর্মীদের আর্থিক চাপ কমার পাশাপাশি নিরাপদ অভিবাসনের সুযোগ বাড়তে পারে।

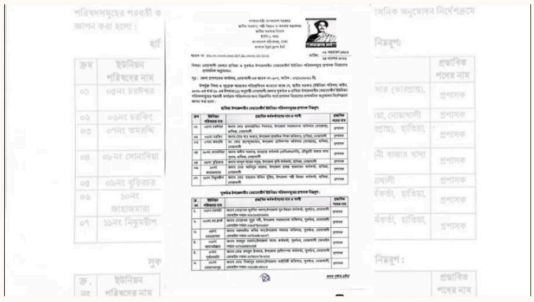

নোয়াখালীর হাতিয়া প্রতিনিধি

নোয়াখালীর দ্বীপ উপজেলা হাতিয়ার মেয়াদোত্তীর্ণ সাতটি ইউনিয়ন পরিষদে প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে এসব ইউনিয়নে প্রশাসক নিয়োগের প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হয়। নিয়োগপ্রাপ্ত সাত কর্মকর্তা ইতোমধ্যে নিজ নিজ ইউনিয়ন পরিষদে যোগদান করেছেন।

বৃহস্পতিবার (২৬ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১১টার দিকে হাতিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শিবু দাস প্রশাসক নিয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

স্থানীয় সরকার বিভাগের ইউনিয়ন পরিষদ-১ শাখা থেকে গত মঙ্গলবার (২৪ নভেম্বর) এ-সংক্রান্ত আদেশ জারি করা হয়। এরপর সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদগুলোতে প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

যে সাত ইউনিয়নে প্রশাসক নিয়োগ

নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে ৫ নম্বর চরঈশ্বর ইউনিয়ন পরিষদে প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মো. ছালাহউদ্দিন শিকদার।

৬ নম্বর চরকিং ইউনিয়ন পরিষদে দায়িত্ব পেয়েছেন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আব্দুল জব্বার।

৭ নম্বর তমরদ্দি ইউনিয়ন পরিষদে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) ডা. মো. রাশেদুজ্জামান।

৮ নম্বর সোনাদিয়া ইউনিয়ন পরিষদে দায়িত্ব পেয়েছেন চৌমুহনী বাজার খাদ্যগুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসিএলএসডি) অসীম সরকার।

৯ নম্বর বুড়িরচর ইউনিয়ন পরিষদে প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল বাছেদ সবুজকে।

১০ নম্বর জাহাজমারা ইউনিয়ন পরিষদে দায়িত্ব পেয়েছেন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মো. আনিসুর রহমান।

অন্যদিকে, ১১ নম্বর নিঝুমদ্বীপ ইউনিয়ন পরিষদে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা মো. মাহতাব উদ্দিন ভূঁইয়া।

শর্তসাপেক্ষে দায়িত্ব পালন

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শিবু দাস জানিয়েছেন, বিভিন্ন শর্ত সাপেক্ষে এসব কর্মকর্তাকে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। নিয়োগের পর সাতজনই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

হাতিয়া উপজেলায় মোট ১১টি ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে। এর মধ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ সাতটি ইউনিয়নে প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ফলে এসব ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কার্যক্রম এখন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

স্থানীয় সেবা কার্যক্রমে নজর

ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় পর্যায়ে নাগরিক সেবা প্রদানের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, নাগরিক সনদ, বিভিন্ন প্রত্যয়নপত্র, স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রমসহ নানা সেবা ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে দেওয়া হয়।

প্রশাসক নিয়োগের পর সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নগুলোর নিয়মিত প্রশাসনিক কার্যক্রম কীভাবে পরিচালিত হয়, সেটিই এখন স্থানীয় বাসিন্দাদের আগ্রহের বিষয়। বিশেষ করে নাগরিক সেবা গ্রহণে যেন কোনো ধরনের বিঘ্ন না ঘটে, সে প্রত্যাশা স্থানীয়দের।

উল্লেখ্য, হাতিয়ার ১১টি ইউনিয়নের মধ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ সাতটি ইউনিয়ন পরিষদে এই প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বাকি চারটি ইউনিয়নের বিষয়ে এই প্রতিবেদনে নতুন কোনো নিয়োগের তথ্য পাওয়া যায়নি।



কুমিল্লার তিতাস উপজেলায় অবৈধ ও নিয়মবহির্ভূত গ্যাস ব্যবহারের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ১৮টি আবাসিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (বিজিডিসিএল)। এ সময় পাঁচজনকে মোট ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

বুধবার (২৫ নভেম্বর) দুপুরে উপজেলার বাতাকান্দি বাজারের মাজারের দক্ষিণ পাশে এবং দক্ষিণ আকালিয়া এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এতে নেতৃত্ব দেন তিতাস উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ফাহমিদা আনজুম।

বিজিডিসিএল সূত্রে জানা যায়, অবৈধ গ্যাস সংযোগ গ্রহণ, অনুমোদনের অতিরিক্ত চুলা ব্যবহার, অবৈধ বুস্টার স্থাপন এবং নকশাবহির্ভূত স্থানে গ্যাস ব্যবহারের অভিযোগে এসব সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়।

অভিযান চলাকালে ১১টি আইডেল রাইজারসহ মোট ১৩টি রাইজার কেটে ফেলা হয়। পাশাপাশি নিয়মবহির্ভূতভাবে গ্যাস ব্যবহারের দায়ে পাঁচজনের কাছ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

অভিযানে বিজিডিসিএলের ভিজিল্যান্স, বিক্রয়, সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি এবং ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস বিভাগের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।



চাঁদপুর প্রতিনিধি

চাঁদপুরে ২২তম জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে উঠেছে চাঁদপুর সদর উপজেলা ফুটবল দল। বুধবার (২৫ নভেম্বর) অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মতলব উত্তর উপজেলাকে ২-১ গোলে হারিয়ে শিরোপার লড়াই নিশ্চিত করে দলটি।

চাঁদপুর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে চাঁদপুর সদর। দলের ২০ নম্বর জার্সিধারী ফরোয়ার্ড শাওন প্রথমার্ধে জোড়া গোল করে দলকে এগিয়ে নেন। তাঁর দুটি গোলেই বিরতির আগে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় চাঁদপুর সদর।

দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচে ফেরার চেষ্টা চালায় মতলব উত্তর উপজেলা দল। একের পর এক আক্রমণে প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগে চাপ সৃষ্টি করে তারা। খেলার শেষ দিকে মতলব উত্তরের হয়ে একটি গোল করে ব্যবধান কমান আলামিন।

তবে শেষ পর্যন্ত আর কোনো গোল না হওয়ায় ২-১ ব্যবধানের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে চাঁদপুর সদর উপজেলা দল।

উত্তেজনাপূর্ণ সেমিফাইনাল দেখতে চাঁদপুর স্টেডিয়ামে দর্শকদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। পুরো ম্যাচজুড়ে গ্যালারিতে উৎসবমুখর পরিবেশ দেখা যায়।

ম্যাচটি উপভোগ করতে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক আহমেদ জিয়াউর রহমানসহ জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা ও ক্রীড়া সংগঠকেরা।

এ জয়ের মধ্য দিয়ে আগামী ২৮ নভেম্বর শনিবার অনুষ্ঠিতব্য ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে চাঁদপুর সদর। শিরোপার লড়াইয়ে তাদের প্রতিপক্ষ ফরিদগঞ্জ উপজেলা ফুটবল দল।

স্থানীয় পর্যায়ে ফুটবল প্রতিযোগিতা তরুণ খেলোয়াড়দের প্রতিভা বিকাশ এবং খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে ভূমিকা রাখছে। ফাইনাল ম্যাচ ঘিরে দুই দলের সমর্থকদের মধ্যে ইতোমধ্যে আগ্রহ তৈরি হয়েছে।



বিনোদন প্রতিবেদক

দেশের নাট্যাঙ্গনে দীর্ঘদিনের কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশেষ সম্মাননা পেতে যাচ্ছেন নির্মাতা ও নাট্যকার চয়নিকা চৌধুরী। আগামী ১৬ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিতব্য 'ইউরো কোলা প্রেজেন্টস ইটিভি-সিজেএফবি পারফরম্যান্স অ্যাওয়ার্ড'-এর ২৫তম আসরে তাঁকে এ সম্মাননা দেওয়া হবে।

বৃহস্পতিবার (২৬ নভেম্বর) প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে বাংলা ট্রিবিউন।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রায় ২৫ বছর ধরে দেশের নাট্যাঙ্গনে কাজ করছেন চয়নিকা চৌধুরী। এ সময়ে তিনি ৪৭৫টি একক নাটক, ১৮টি ধারাবাহিক নাটক এবং দুটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। টেলিভিশন নাটক ও চলচ্চিত্র নির্মাণে তাঁর দীর্ঘদিনের অবদানের স্বীকৃতি হিসেবেই এই সম্মাননা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

আগামী ১৬ ডিসেম্বর রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের 'হল অব ফেম'-এ পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানটি আয়োজনের কথা রয়েছে।

সম্মাননা পাওয়ার বিষয়ে নিজের অনুভূতি জানিয়ে চয়নিকা চৌধুরী বলেন, দীর্ঘ পথচলায় নানা বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে তিনি কাজকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ২৫ বছরের এই যাত্রায় সিজেএফবির স্বীকৃতি পেয়ে তিনি গর্বিত।

বাংলাদেশের টেলিভিশন নাটক নির্মাণে চয়নিকা চৌধুরী পরিচিত একটি নাম। দীর্ঘ কর্মজীবনে বিভিন্ন ধরনের নাটক নির্মাণের মাধ্যমে দর্শকদের কাছে নিজের অবস্থান তৈরি করেছেন তিনি।



ফেনী প্রতিনিধি

ফেনী হলি ক্রিসেন্ট স্কুল থেকে এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ অর্জনকারী ৫০ শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৬ নভেম্বর) জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের হাতে ক্রেস্ট ও উপহার তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লার চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. আহসান পারভেজ।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, অর্জিত সাফল্য ধরে রাখার পাশাপাশি ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সতর্ক থাকতে হবে। মেধা, পরিশ্রম, দেশপ্রেম ও মানবিক মূল্যবোধের সমন্বয়ে আগামী দিনের বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে।

তিনি আরও বলেন, উচ্চমাধ্যমিকের পর শিক্ষার্থীদের সামনে নতুন অভিজ্ঞতা ও সম্ভাবনার ক্ষেত্র তৈরি হবে। এ সময়ে সঠিক পথে থেকে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজেদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে মনোযোগী হতে হবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হলি ক্রিসেন্ট ফাউন্ডেশন ফেনীর সভাপতি হানিফ ভূঁইয়া মহসিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের বিদ্যালয় উপপরিদর্শক কাজী আপন তিবরানী, ফেনী জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. শফী উল্যাহ এবং আলহাজ্ব কোব্বাদ আহম্মদ উচ্চবিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি অ্যাডভোকেট মেজবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া।

স্বাগত বক্তব্য দেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা লুনা ফেরদৌস। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠ শিক্ষক জাকির হোসেন রুবেল।

আয়োজকেরা জানান, ২০২২ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত এসএসসি পরীক্ষায় বিদ্যালয়টি থেকে জিপিএ-৫ অর্জনকারী ৫০ শিক্ষার্থীকে অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। পরে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

শিক্ষার্থীদের এই অর্জনকে উৎসাহিত করতে এমন আয়োজন ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে প্রত্যাশা সংশ্লিষ্টদের।



নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশের আগামী পাঁচ দিনের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। এ সময় আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থাকলেও বৃষ্টির সম্ভাবনা কম বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর। পাশাপাশি রাত ও দিনের তাপমাত্রায় বড় ধরনের পরিবর্তনের আভাস নেই।

বৃহস্পতিবার (২৬ নভেম্বর) সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ১২০ ঘণ্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশের আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। তবে দেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এ সময় রাত ও দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

শুক্রবার (২৭ নভেম্বর) সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায়ও একই ধরনের আবহাওয়া বিরাজ করতে পারে। এ সময় সারাদেশে আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকার পাশাপাশি রাত ও দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

শনিবার (২৮ নভেম্বর) রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। তবে দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। রোববার (২৯ নভেম্বর) ও সোমবার (৩০ নভেম্বর) আকাশ আংশিক মেঘলাসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। এ দুই দিনও রাত ও দিনের তাপমাত্রায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই।

আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে।

এদিকে বুধবার দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে সিলেটে ৩২ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বৃহস্পতিবার দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে রংপুর বিভাগের তেঁতুলিয়ায় ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আবহাওয়ার এমন পরিস্থিতিতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দিনের বেলায় তুলনামূলক উষ্ণতা এবং রাতে কিছুটা ঠান্ডা অনুভূত হতে পারে। তবে তাপমাত্রার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন বা বৃষ্টিপাতের বিষয়ে নতুন পূর্বাভাস পেলে পরিস্থিতি অনুযায়ী সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

সূত্র: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস), ২৬ নভেম্বর ২০২৬।